জনকণ্ঠ

22 NOV 2006

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

পুলিশের সামনে ঢাবি ক্যাম্পাসে
ছাত্রলীগের ওপর ফে
ছাত্রদলের হামলা, সংঘ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আবারও ছাত্রলীগের ওপর হামলা চালিয়েছে ছাত্রদল। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতাকর্মীদের মেরে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেয়ার দু'দিনের মাথায় ছাত্রদলের অস্ত্রধারী ক্যাডাররা মঙ্গলবার পুলিশের সামনে এই হামলা চালায়। ছাত্রলীগও পাল্টা জবাব দেয়ার চেষ্টা করে। তাদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টাধাওয়া হয়। এ সময় কয়েকটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। এক পর্যায়ে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। দু'পক্ষের সংঘর্ষ ও পুলিশের লাঠিচার্জে সংগঠনের পাঁচ নেতাকর্মী আহত হয়।

এ দিকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ডাকে ক্যা
দ্বিতীয় দিনের মতো ধর্মঘট পালিত হয়েছে। রা
সাত সংগঠনের নেতাকর্মীদের ওপর হা
প্রতিবাদে তারা এই লাগাতার ধর্মঘট ডাকে।
ধর্মঘটের সমর্থনে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা
৮টায় চারুকলার বকুলতলায় এসে জমায়েত

পুলিশের সামনে ঢাবি

(প্রথম পাতার পর)

সাড়ে ৮টায় তারা শহীদ মিনারে যাবার উদ্দেশে মিছিল বের করে। কিন্তু মিছিলটি টিএসসি মোড়ে পৌঁছলে পুলিশ বাধা দেয়। পুলিশের বাধার মুখে তারা মিছিলের গতিপথ পরিবর্তন করে দোয়েল চত্বরের দিকে যাত্রা করে।

ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে আসার খবর পেয়ে ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজের নেতৃত্বে ছাত্রদলের সশস্ত্র ক্যাডাররা টিএসসিতে আসে। তারা ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের পিছু নিয়ে ধাওয়া করে। ছাত্রলীগের নেতাকর্মী সংখ্যায় বেশি হওয়ায় তারা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। ছাত্রদল ক্যাডারদের উদ্দেশে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। তাদের মধ্যে ধাওয়াপাল্টা ধাওয়া হয়। এ সময় এক রাউন্ড গুলি ও কয়েকটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। ছাত্রলীগ আসার খবর পেয়ে শহীদুল্লাহ হল শাখা সভাপতি মামুনের নেতৃত্বে ছাত্রদল ক্যাডাররা কার্জন হল এলাকায় চলে আসে। তারা দু'দিক থেকে ছাত্রলীগের মিছিলের ওপর হামলা চালায়। পুলিশ এ সময় দর্শকের ভূমিকা পালন করে। ছাত্রদল ক্যাডারদের হামলায় তিন ছাত্রলীগ কর্মী আহত হয়। পরে পুলিশ মৃদু লাঠিচার্জ করে। ছাত্রলীগের হামলা ও পুলিশের লাঠিচার্জে ছাত্রদলের দুই কর্মী আহত হয়। ছাত্রদলের দ্বিমুখী হামলায় টিকতে না পেরে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা একপর্যায়ে হাইকোর্টের ভিতরে আশ্রয় নেয়।